নারী ও কন্যার অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন: বাস্তব চিত্র

৮ মার্চ, ২০২৫

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ঘোষণা

তথ্য সম্বলিত বুকলেটটি বাংলাদেশের নারী ও কন্যার অধিকার, ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতা অর্জনের সামগ্রিক একটি চিত্র প্রদর্শনের জন্য প্রকাশ করা হয়েছে। বুকলেটে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা বিশেষ করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে তথ্য ও উপাত্ত সন্নিবেশ করা হয়েছে। কিছু তথ্য বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। তাই উপস্থাপিত তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর তথা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে দায়ী করা যাবে না। অধিকাংশ তথ্যের প্রকাশকাল বিবেচনায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন তথ্যকে আমলে নিয়ে বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণের সময় কিছু ক্ষেত্রে তথ্যের সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

এই বুকলেটে এমন কিছু তথ্য রয়েছে যা কিছু পাঠকদের জন্য কষ্টদায়ক হতে পারে। এখানে নারী ও কন্যার অধিকার, ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠার অগ্রগতি তুলে ধরতে গিয়ে অনেক ইতিবাচক ফলাফলের বিপরীতে বাল্য বিবাহ, শারীরিক নির্যাতন ও যৌন সহিংসতা, বিভিন্নভাবে নারী ও কন্যা শিশুদের খুন, মাতৃমৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। এসকল ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের সরকার সম্মানের সাথে স্মরণ করছে এবং দুঃখ প্রকাশ করছে।

জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা মানবাধিকার এবং দেশের ফৌজদারি আইনের লঙ্ঘন। জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার সম্মুখীন হলে সরকারি সহায়তা সম্পর্কিত এবং গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদান সম্পর্কিত সকল তথ্য ও জীবন রক্ষাকারী সাহায্য পেতে ন্যাশনাল হেল্পলাইন ১০৯, ৯৯৯, অথবা ৩৩৩ নম্বরে কল করুন।

মুখবন্ধ

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সমাজে নারী ও কন্যার অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়নের সামগ্রিক চিত্র কেমন এবং জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠার অগ্রগতি কোথায় মন্থর হয়ে গিয়েছে তা দেখানোর জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ২০২৫ এ "নারীর অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়ন অর্জনের বাস্তব চিত্র" শিরোনামে একটি বুকলেট প্রকাশ করছে। বুকলেটে নারী ও কন্যার অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়নের অগ্রগতি বিষয়ে তথ্য প্রদান করা হয়েছে। এ তথ্যগুলির মাধ্যমে সমাজে নারী ও কন্যার অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়নের বিভিন্ন সূচকে অগ্রগতির পাশাপাশি কিছু ক্ষেত্রে বৈষম্যের চিত্র ফুটে উঠেছে, যা আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করার দিকে আলোকপাত করে।

বাংলাদেশে নারী ও কন্যা শিশুর বিরুদ্ধে পুরুষের দ্বারা সংঘটিত সহিংসতার ভয়াবহ চিত্র আমাদেরকে অবশ্যই আতঙ্কিত করে। নারীর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা রোধে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের নিয়ে জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার জরুরি পদক্ষেপ নিচ্ছে। পাশাপাশি নারীদের মনে করা উচিত নয় যে তাদের কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই বিধায় তাদের সহিংস সম্পর্কে থাকতে হবে। তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য সমাজের সকল স্তরের নারী পুরুষের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। এছাড়া নারীদেরকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত হয়ে স্বনির্ভর হওয়ার অন্যতম প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় অবৈতনিক যত্ন ও গৃহস্থালি কাজ, যা দূর করতে আমাদের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে হবে। একই সাথে নারী ও কন্যার অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়নে নারী-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিতে রাজনৈতিক নেতৃত্বে ও নীতিনির্ধারণী পদে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে।

আমরা জানি নারী ও কন্যার অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়ন একটি দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম যা অনেক বাঁধার সম্মুখীন হয়। তবুও নারীর নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক সমতা, বেতন বৈষম্য দূর, অবৈতনিক যত্নের মূল্যায়ন, নারীর সুস্বাস্থ্য, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নারী নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীর প্রতিনিধিত্ব এবং সামাজিক নেতিবাচক স্টেরিওটাইপগুলি পরিবর্তন করতে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখতে হবে। শৈশব থেকেই কন্যা শিশুদের মাঝে লিঙ্গগত মনোভাব যা তাদের স্বাধীন গতিশীলতাকে সীমাবদ্ধ করে এবং ক্ষতি করে। তাদের এই মনোভাবের পরিবর্তন আনতে বিনিয়োগ করতে হবে। এছাড়া তাদেরকে আরও বোঝাতে হবে যে তাদের মতামত মূল্যবান এবং সমাজের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের সফল নারীদের উদাহরণ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য তাদের অনুপ্রাণিত করতে হবে।

নারী ও কন্যার অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়ন বিষয়ে সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়নে সকলের সমর্থন, প্রতিশ্রুতি এবং পরামর্শ প্রয়োজন। আমরা আশা করছি যে, এই বুকলেটে নারী ও কন্যার অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়নে উপস্থাপিত সূচকগুলি সকল অংশীজনদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করবে যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাতীয় নীতি ও কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করতে এবং যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সহায়ক হবে।

শারমীন এস মুরশিদ
মাননীয় উপদেষ্টা
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মমতাজ আহমেদ এনডিসি
সিনিয়র সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

১। ভূমিকা ৫

২। নারী ও কন্যার অধিকার, ক্ষমতায়ন ও সমতা অর্জনের বাস্তব চিত্র ৮

২.১। নারী ও কন্যার অধিকার ৯

- জীবন এবং সুস্বাস্থ্য ৯
- শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জ্ঞান ১০
- শ্রম এবং আর্থিক অন্তর্ভূক্তি ১০
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ ১০
- সহিংসতা থেকে স্বাধীনতা ১১

২.২। নারী ও কন্যার ক্ষমতায়ন ১২

- জীবন এবং সুস্বাস্থ্য ১২
- শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জ্ঞান ১২
- শ্রম এবং আর্থিক অন্তর্ভূক্তি ১৩
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ ১৪

২.৩। জেন্ডার সমতা ১৪

- জীবন এবং সুস্বাস্থ্য ১৫
- শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জ্ঞান ১৫
- শ্রম এবং আর্থিক অন্তর্ভূক্তি ১৬
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ ১৬

৩। নারী ও কন্যার অধিকার, ক্ষমতায়ন ও সমতা : সুপারিশ ১৭

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ২০২৫ এ "নারীর অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়ন অর্জনের বাস্তব চিত্র" শিরোনামে এই বুকলেটটি প্রথমবারের মত মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশ করা হয়েছে। বুকলেট প্রস্তুতে গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনে সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন শবনম মোস্তারী, অতিরিক্ত সচিব এবং প্রকল্প পরিচালক, ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প। বুকলেট প্রস্তুতে সহায়তা করেছেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালকবৃন্দ মোছা: আনিছা আফরোজ, ডালিয়া মৌসুমি খান, জাহান ই গুলশান, মোসাম্মৎ শাহনাজ খানম, আশা রায়, হোসনে লায়লা এবং প্রোগ্রাম অফিসার রায়হানা আজহার স্বর্ণা। এছাড়া বুকলেট প্রস্তুতে ইউএন উইমেন এর পক্ষ থেকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছেন নূর আলী শাহ্ এবং গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থী, অরুণিমা তাহসিন।

এই বুকলেটে ব্যবহৃত সকল তথ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং জনাব এ এস এম হুমায়ুন কবীর, মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন উইং, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে বিশেষ ধন্যবাদ। অর্থ বিভাগসহ অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা বিভিন্ন তথ্য প্রদান করে সহযোগিতা করেছেন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ যারা বিভিন্ন সময়ে তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করে সহযোগিতা করেছেন। আরও ধন্যবাদ "নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেবা জোরদারকরণ কার্যক্রম" প্রকল্পের কর্মকর্তাদের তথ্য সরবরাহের জন্য। "২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প" এর প্রধান কার্যালয়ের কর্মচারীদেরকে বুকলেট প্রস্তুতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। পরিশেষে ইউএন উইমেন কে ধন্যবাদ তাদের কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য।

কেয়া খান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

১ | ভূমিকা

১. ভূমিকা

৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৫ উদযাপন হলো দেশব্যাপী নারী ও কন্যা শিশুর অধিকার, ক্ষমতায়ন, এবং জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে উদযাপন করা। এবারের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য হলোঃ

**"অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন
নারী ও কন্যার উন্নয়ন"**

নারী দিবসের প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সমাজে নারী ও কন্যার অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়নের অগ্রগতি কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা দেখানো এবং আমাদের আরও অনেক কাজ করা প্রয়োজন এই বার্তা দেশব্যাপী সকল অংশীজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে প্রথমবারের মত "নারীর অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়নের বাস্তব চিত্র" শিরোনামে একটি বুকলেট প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যদিও অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়ন একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং নির্ভরশীল, এই বুকলেটে এই তিনটি ক্ষেত্রকে সমান গুরুত্ব দেয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সূচক দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে যা সরকারের গৃহীত নীতি ও কর্মসূচির সামগ্রিক ফলাফলকে চিত্রায়িত করে।

নারী ও কন্যার অধিকার, সমতা, এবং ক্ষমতায়ন সমাজে শান্তি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ও টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য দেশের সাংবিধানিক বিধান এবং আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের আলোকে প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নীতিসমূহে এবং জাতীয় বাজেটে নারী ও কন্যার অধিকার, সমতা, এবং ক্ষমতায়নে সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এরই ধারাবাহিকতায় নারী ও কন্যার অধিকার, ক্ষমতায়ন, এবং জেন্ডার সমতা অর্জনে সরকারের আরও প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্যে আইনি কাঠামো জোরদার করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

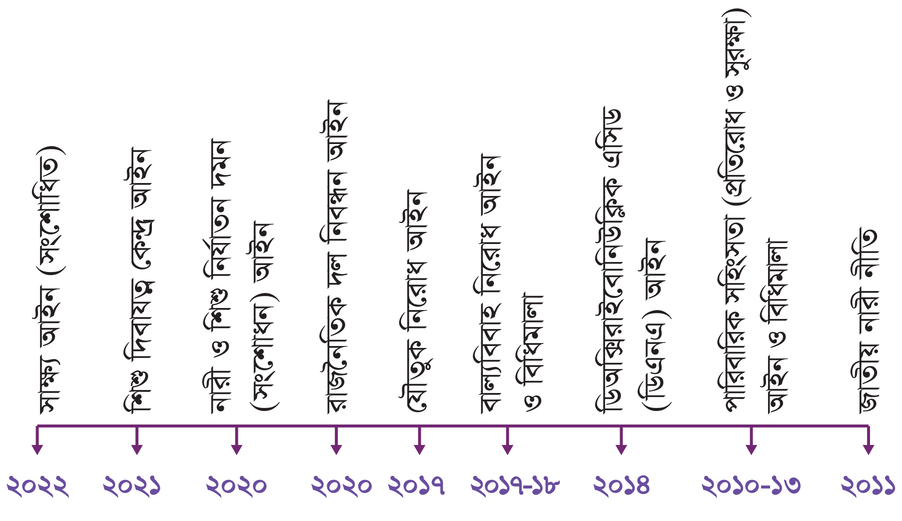

পাশাপাশি জাতীয় বাজেট কাঠামোতে নারী ও কন্যার অধিকার, ক্ষমতায়ন, ও সমতা একীভূত করার লক্ষ্যে জেন্ডার রেসপনসিভ বাজেট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নারীর অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়ন অর্জনের জন্য সরকারের গৃহীত নীতি ও কর্মপরিকল্পনা ৪৩টি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়নে বিগত পাঁচ বছরে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দকৃত জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটের শতকরা হার নিম্নরূপঃ

জেন্ডার রেসপনসিভ বাজেট [৩]

	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪	২০২৪-২০২৫
প্রবণতা	২৯.৮০%	৩২.৮৮%	৩৩.৭৪%	৩৪.০৯%	৩৪.১১%

বিশ্ব সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে নারী ও কন্যার অধিকার, সমতা, এবং ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ বেশ কিছু সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে যা ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম কর্তৃক প্রকাশিত গোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট, ২০২৩ এ প্রতিফলিত হয়েছে। উক্ত রিপোর্ট অনুযায়ী জেন্ডার গ্যাপ সূচকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকলেও জাতীয় পরিসংখ্যান অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য সূচকসমূহে মেয়েরা পিছিয়ে আছে, যেমন বাল্য বিবাহ, উচ্চ শিক্ষায় নারীর প্রবেশাধিকার, অবৈতনিক যত্ন এবং গৃহস্থালি কাজে ব্যস্ততা, নারীর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা, জেন্ডার বেতন বৈষম্য, সম্পদের মালিকানা, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও নীতিনির্ধারণী পদে নারীর অংশীদারিত্ব। এসকল সূচক নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য কাঠামোগত পদ্ধতি ও তথ্যের অভাব রয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে নারী ও কন্যার অধিকার, সমতা, এবং ক্ষমতায়ন অর্জনের জন্য জেন্ডার-ভিত্তিক তথ্যের ফাঁকগুলি বন্ধ করা অপরিহার্য।

উল্লেখ্য, কন্যা শিশুদের সুস্থ বিকাশের জন্য ৯-১৩ বছর বয়স খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময়ে মেয়েরা বয়ঃসন্ধিকালের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে যৌন নিপীড়ন ও অন্যান্য সহিংসতার মুখোমুখি হয়। পাশাপাশি মেয়েরা তাদের জেন্ডার ভূমিকা নিয়ে দোলাচলে পড়ে ও মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়। বিভিন্ন ডিজিটাল প্যাটফর্মে মেয়েদের অত্যন্ত আবেদনময়ী ছবি ও ভিডিও, মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সময় স্বাধীন গতিশীলতা এবং মেন্টরিং এর অভাব, সর্বোপরি পারিবারিক নেটওয়ার্কের উপর আর্থিক নির্ভরশীলতা মেয়েদের অধিক সংবেদনশীল করে তোলে। ফলাফলস্বরূপ তাদের আত্মবিশ্বাসের তীব্র পতন, বাল্য বিবাহ, স্বল্প শিক্ষা অর্জন এবং পুষ্টিহীনতা অধিক মাত্রায় দেখা দেয়।

বর্তমানে দেশ একটি সংকটময় সময় পার করছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক মেরুকরণের কারণে ক্রমাগত নতুন সহিংস সংঘাত, জলবায়ু পরিবর্তন, এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও দুর্যোগ মানুষের জীবনযাত্রা কঠিন করে তুলছে যা নারীদেরকেও অধিক সংবেদনশীল করে তুলছে। এই প্রতিকূল সময়ে সরকারের সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের জেন্ডার রেসপনসিভ বাজেটের সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য জেন্ডার ও বয়স নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ এবং সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরি। এ প্রয়োজনে বুকলেটে উপস্থাপিত তিনটি ক্ষেত্রের সূচকগুলি নারীর অধিকার, সমতা, এবং ক্ষমতায়ন অর্জনের অগ্রগতি পরিমাপ এবং অন্যান্য দেশের সাথে তুলনা করার ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারকদের জন্য দ্রুত এবং কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে।

২ নারী ও কন্যার অধিকার, ক্ষমতায়ন ও সমতা অর্জনের বাস্তব চিত্র

২. নারী ও কন্যার অধিকার, ক্ষমতায়ন ও সমতা অর্জনের বাস্তব চিত্র

নারী ও কন্যার অধিকার, সমতা এবং ক্ষমতায়ন পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনে এর অগ্রগতি সাধারণত একত্রে উপস্থাপন করা হয়। বাংলাদেশে নারী ও কন্যার অধিকার, সমতা এবং ক্ষমতায়ন অর্জনের অগ্রগতি প্রকৃতপক্ষে কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা নিয়মিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের জন্য এই বুকলেটে তিনটি ক্ষেত্রকে ভিন্ন ভিন্ন সূচক দ্বারা উপস্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেকেন্ডারি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে সূচকগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে।

২.১ নারী ও কন্যার অধিকার

জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা দ্বারা নারী ও কন্যার সহিংসতা ও দাসত্বমুক্ত জীবন যাপনের, শিক্ষা লাভের, ন্যায্য ও সমান মজুরি প্রাপ্তির, সম্পত্তির মালিকানা এবং ভোটের ও স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারগুলিকে নারী অধিকার হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। নারী ও কন্যার অধিকার প্রতিষ্ঠার অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে শিক্ষায় প্রবেশাধিকার, বাল্যবিবাহ, শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রজনন স্বাস্থ্য, সম্পত্তির মালিকানা এবং সর্বোপরি স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার সম্পর্কিত সূচকের তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

এই সূচকগুলো অর্থ বিভাগের জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে উল্লিখিত ৭টি থিমেটিক এরিয়া যথা সামাজিক নিরাপত্তা; সরকারি সম্পত্তি এবং সেবা লাভ; নিরাপদ চলাচল; সাইবার নিরাপত্তা, সহিংসতা ও নিপীড়ন হ্রাস; আইন ও ন্যায় বিচার প্রাপ্তি; প্রজনন, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি প্রাপ্তি; এবং সুনির্দিষ্ট জেন্ডার নীতি-কৌশল এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। বিগত বছরগুলিতে এ সকল এরিয়াতে সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৪৩টি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বরাদ্দকৃত জেন্ডার রেসপনসিভ বাজেটের শতকরা হার নিম্নরূপঃ

জেন্ডার রেসপনসিভ বাজেট [৩]

	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪	২০২৪-২০২৫
প্রবণতা	১৩.৬%	১৪.৬%	১৩.২%	১২.৪%	১২.১%

নারী ও কন্যার অধিকার প্রতিষ্ঠার বাস্তব চিত্র

জীবন এবং সুস্বাস্থ্য

২৮.৯%
এনিমিয়ার আক্রান্ত

১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের শতকরা ২৮.৯% এনিমিয়ার আক্রান্ত। [১৮]

৩৯.০৮%
গর্ভাকালীন সহায়তা

৩৯.০৮% গর্ভবতী নারী তাদের গর্ভাবস্থায় সহায়তা পেয়েছেন। [১০]

১৬৩ জন
প্রতি হাজারে মাতৃমৃত্যুর হার

২০২০ সালে প্রতি লক্ষ জীবিত শিশু জন্মে মাতৃমৃত্যুর অনুপাত ১৬৩ জন। গ্রামে এই সংখ্যা প্রতি লক্ষে ১৭৮ জন। [১০]

	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
প্রবণতা	১৬৫	১৬৩	১৬৮	১৫৩	১৩৬

বাংলাদেশে প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে ১৩৬ জন নারী গর্ভধারণজনিত কারণে মারা যান। [১০]

শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জ্ঞান

৭২.৯%
নারী

৭ বছর বা তদুর্ধ নারীদের স্বাক্ষরতার হার ৭২.৯%।[১৫]

৯৭.৮১%
প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহন

১৩.১৯%
ঝড়ে পরার হার

কন্যাদের প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার ৯৭.৮১%, এবং ঝড়ে পরার হার ১৩.১৯%।[৮]

২২.১%
কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণ নেই

১৫-২৯ বছর বয়সী ২২.১% যুব নারী শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণে (NEET) নেই।[১২]

৮০.০২%
মাধমিক শিক্ষায় অংশগ্রহন

৪০.৭৮%
ঝড়ে পড়ার হার

কিশোরীদের মাধ্যমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার ৮০.০২%, এবং ঝড়ে পড়ার হার ৪০.৭৮%।[৮]

শ্রম এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

৫.৬%
তীব্র দারিদ্র সীমার নিচে

২০২২ সালে ৫.৬% নারীপ্রধান পরিবার তীব্র দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে যা ২০১৬ সালে ছিলো ১০.৪%।[১৩]

১৪.১%
মধ্যম দারিদ্র সীমার নিচে

২০২২ সালে ১৪.১% নারীপ্রধান পরিবার মধ্যম দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে যা ২০১৬ সালে ছিলো ১৯.৯%।[১৩]

সমান শ্রমের বিনিময়ে একজন পুরুষের দ্বারা অর্জিত প্রতি ১০০ টাকার বিপরীতে একজন নারী মাত্র ৭৮.২ টাকা উপার্জন করে।[১২]

বাংলাদেশের নারী শ্রমশক্তির ৩.৫৯% বেকার এর মধ্যে ৮২.১% যুব নারী (১৫-২৯ বছর বয়সী)[১২]

সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ

১২.৬%
নারীপ্রধান পরিবার

দেশে মাত্র ১২.৬% নারীপ্রধান পরিবার রয়েছে।[১৩]

৭৭.৪%
আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি

১৫-৪৯ বছর বয়সী বর্তমানে বিবাহিত নারীদের মধ্যে ৭৭.৪% আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করে।[১৯]

৫.৯৭
কোটি নারী ভোটার

VOTE

নির্বাচন কমিশনের ২ মার্চ ২০২৪ এর হিসাব অনুযায়ী ৫.৯৭ কোটি নারী ভোটাধিকার অর্জন করেছে।[১]

সহিংসতা থেকে স্বাধীনতা

৮.২%
নারী

২০-২৪ বছর বয়সী ৮.২% যুব নারী তাদের ১৫তম জন্মদিনের আগেই বিয়ে হয়ে যায়।[১০]

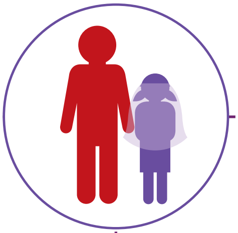

৪১.৬%
নারী

২০-২৪ বছর বয়সী ৪১.৬% যুব নারী তাদের ১৮ তম জন্মদিনের আগেই বিয়ে হয়ে যায়।[১০]

৩৩.২%
নারী

১৫-১৯ বছর বয়সী ৩৩.১% কন্যা বর্তমানে বিবাহিত।[১৭]

২৪%
নারী

১৫-১৯ বছর বয়সী ২৪% কন্যা জীবনে অন্তত একবার গর্ভবতী হয়েছেন এবং ১৮% মেয়ে অন্তত একটি জীবিত সন্তান প্রসব করেছেন।[১৪]

৭০%
নারী

১৫ বছরের বেশি বয়সী ৭০% বিবাহিত নারী জীবনে তাদের স্বামীর দ্বারা সহিংসতার সম্মুখীন হয়েছেন যা ২০১৫ সালে ছিলো ৭৩%।[৭]

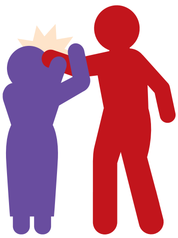

১৫ বছরের বেশি বয়সী বিবাহীত নারীদের মধ্যে স্বামীর দ্বারা সহিংসতার শিকার হওয়ার তথ্য।[৭]

শারীরিক নির্যাতন	যৌন নির্যাতন
৪৭.৩%	২৯%
মানসিক নির্যাতন	**অর্থনৈতিক সহিংসতা**
৩৭.৪%	১৯.৬%

১০৯

২০২০-২৪ সাল পর্যন্ত জাতীয় জরুরি হেল্পলাইন ১০৯ এ রিপোর্ট করা সহিংসতার তথ্য:[২]

শারীরিক নির্যাতন	যৌন নির্যাতন	বাল্যবিবাহ
৩৭১৯৩১	৬০০৩	৫৫৪৪

মানসিক নির্যাতন	অর্থনৈতিক সহিংসতা
১৪৫০৯০	১৯৬৭৮৩৭

২০২০-২০২৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত নারী ও কন্যাশিশু খুনের ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছে।[২]

শারীরিক নির্যাতনে খুন : ৪৮৩৭টি
যৌন নির্যাতনে খুন : ২৮০টি
অগ্নিদগ্ধে খুন : ১৪৯টি

২.২ নারী ও কন্যার ক্ষমতায়ন

নারী ও কন্যার ক্ষমতায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ, সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ, শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি সূচকের তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এই সূচকগুলি অর্থ বিভাগের জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে উল্লিখিত ৯টি থিমেটিক এরিয়া যথা নারীর ক্ষমতায়নের নীতি-কৌশল; রাজনৈতিক কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ; সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি; জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফোরামে অংশগ্রহণ; জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, অভিযোজন ও প্রশমনে সক্ষমতা বৃদ্ধি; শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন; তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ; গবেষণা ও উদ্ভাবন; উদ্যোক্তা বৃদ্ধি এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। বিগত বছরগুলিতে এসকল এরিয়াতে সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৪৩টি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বরাদ্দকৃত জেন্ডার রেসপনসিভ বাজেটের শতকরা হার নিম্নরূপঃ

জেন্ডার রেসপনসিভ বাজেট [৩]

	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪	২০২৪-২০২৫
প্রবণতা	১৪.৬%	১৪.৩%	১৩.৮%	১৩.৬%	১৪.১%

নারীর ক্ষমতায়নের বাস্তব চিত্র

জীবন এবং সুস্বাস্থ্য

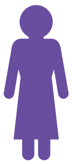

২০২২ সালের তথ্য মতে নারীদের গড় আয়ুষ্কাল ৭৪.২ বছর। [৩]

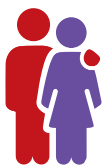

১৫-৪৯ বছর বয়সী বর্তমানে বিবাহিত নারীদের মধ্যে ৭৭.৪% আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করে। [১৯]

শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জ্ঞান

১৫+ বয়সী নারীদের ১.০৬% প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। [১২]

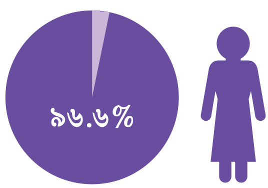

১৫ বছর বা তার বেশি বয়সী কর্মরত নারীর ৯৬.৬% অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত রয়েছে। [১২]

শ্রম এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

১৫ বছর বা তদুর্ধ বয়সী নারীর সংখ্যা ৬.০২ কোটি, যাদের মধ্যে ২.৫৭ কোটি (৪২.৮%) শ্রমশক্তিতে অন্তর্ভুক্ত। [১২]

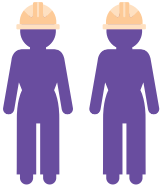

১৫-২৯ বছর বয়সী যুব নারীর সংখ্যা ১.৩২ কোটি। [১২]

নারী শ্রমশক্তি	কর্মে নিয়োজিত	বেকার	শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণে নেই
৫১.৪%	৯৪.২৫%	৫.৭৫%	২৭.১%

[১২]

২.৪৮ কোটি কর্মজীবী নারী। [১৩]

৭৫% কৃষি, বনজ ও মৎস্য শিল্পে

৯.৮% হস্থশিল্পে

১০.৭% নারী

মাত্র ১০.৭% নারী উচ্চ ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে কর্মরত রয়েছে। [১২]

১.৭% নারী

বাংলাদেশে মাত্র ১.৭% প্রাতিষ্ঠানিক নারী উদ্যোক্তা রয়েছে। [২০]

১০% নারী

প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক মিলে ১০% নারী উদ্যোক্তা রয়েছে। [২০]

০-৬ বছরের শিশুর [৪] সংখ্যা ২.২২ কোটি

০-৬ বছরের ১টি শিশুসহ পরিবারের সংখ্যা ১৩০.৯৫ লক্ষ

০-৬ বছরের ২টি শিশুসহ পরিবারের সংখ্যা ৩৪.৫৮ লক্ষ

০-৬ বছরের ৩টি শিশুসহ পরিবারের সংখ্যা ৩৫.৮১ লক্ষ

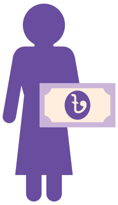

১৫ বছর বা তার বেশি বয়সী ৩৯.৩০% নারীর ব্যাংক, মোবাইল ব্যাংকিং, অথবা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে একাউন্ট রয়েছে। [১৩]

প্রতি বিভাগে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সংখ্যা

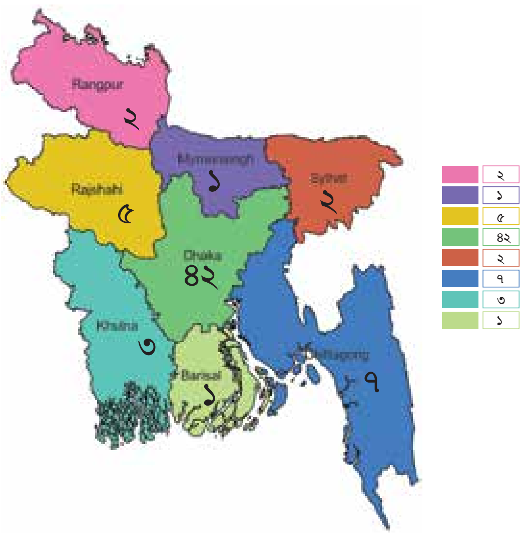

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৬৩টি সরকারি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করা হচ্ছে যেখানে ৪০৩০ জন শিশুকে সেবা প্রদান করতে পারে। [১১]

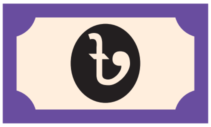

৩২%
নারী

বিবাহিত নারীদের প্রায় ৩২% তাদের উপার্জন কীভাবে ব্যবহার করা হবে সে সম্পর্কে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়, যেখানে ৬০% তাদের স্বামীর সাথে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নেয়।[২১]

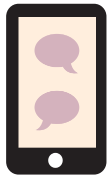

৫৭.৭৫%
নারী

৫৭.৭৫% নারীর নিজের মোবাইল ফোন রয়েছে।[১৩]

বাংলাদেশের নারীরা গড়ে তাদের ২৪.৫% সময় অবৈতনিক গৃহস্থালি কাজ ও যত্নে ব্যয় করে।[১৬]

২৪.৫%
নারী

সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ

২০২১-২২ অর্থবছরে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ৪০৫৮টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে মাত্র ৪৫টিতে (১.১%) নারী চেয়ারম্যান প্রার্থী বিজয়ী হন।[০৬]

দ্বাদশ জাতীয় সংসদে ৩০০টি নির্বাচনি আসনের মাত্র ২০টি আসনে (৬.৬৬%) নারী প্রার্থী সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন।[৫]

দ্বাদশ জাতীয় সংসদে ২৬ জন মন্ত্রীপরিষদ সদস্যের মধ্যে মাত্র ২ জন নারী ছিলেন (৭.৭%)[৫]

দ্বাদশ জাতীয় সংসদে ১৮ জন প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে ৬ জন নারী ছিলেন (৩৩.৩%)[৫]

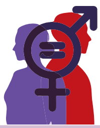

২.৩ জেন্ডার সমতা

জেন্ডার ভিত্তিক সমতার ভারসাম্যহীনতা এখনো পরিবারে, কর্মস্থলে, রাজনীতিতে, সরকারে, প্রশাসনে, বাণিজ্যে এবং আমাদের প্রতিদিনের সম্পর্কের মধ্যে বিদ্যমান। সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে উল্লিখিত ৫টি থিমেটিক এরিয়া যথা আয়বর্ধক কাজে অংশগ্রহণ; পরিশীলিত কাজের পরিবেশ; শ্রমবাজাররে নারীর অংশগ্রহণ; প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবকাঠামো নির্মাণ; সরকারি চাকরিতে প্রবেশাধিকার এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। বিগত বছরগুলোতে এসকল এরিয়াতে সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৪৩টি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বরাদ্দকৃত জেন্ডার রেসপনসিভ বাজেটের শতকরা হার নিম্নরূপঃ

জেন্ডার রেসপনসিভ বাজেট[৩]

	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪	২০২৪-২০২৫
প্রবণতা	৬.৮%	৭.৭%	৮.১%	৮.১%	৭.৮%

জেন্ডার সমতা অর্জনের বাস্তব চিত্র

জীবন এবং সুস্বাস্থ্য

২০২২ সালের তথ্য মতে নারীদের গড় আয়ুষ্কাল ৭৪.২ বছর এবং পুরুষের আয়ুষ্কাল ৭০.৮ বছর। [৩]

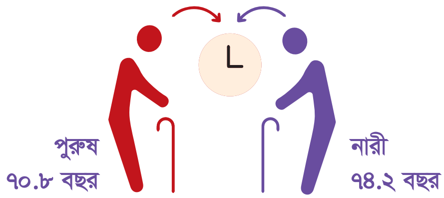

শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জ্ঞান

স্বাক্ষরতার হার (বয়স ৭ বছর বা তার বেশি) নারীদের ৭২.৯% এবং পুরুষদের ৭৬.৭%। [১২]

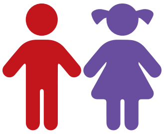

১৫ বছরের বেশি বয়সী ১.০৬% নারী এবং ১.৮৭% পুরুষ গত ১২ মাসে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেছে। [১৫]

উচ্চ শিক্ষায় নারী-পুরুষের অংশগ্রহণের তুলনামূলক চিত্র। [৩, ১৩]

	নারী	পুরুষ
স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর	৮.৫৮%	৯.৭৭%
এমবিবিএস ডাক্তার	০.১৩%	০.১২%
প্রকৌশলী	০.১৭%	০.৭৪%
ডিপ্লোমা	০.৬১%	১.০১%
STEM বিষয়ে স্নাতক	২০.৬%	৭৯.৪%

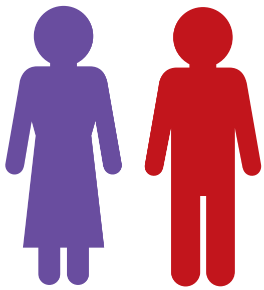

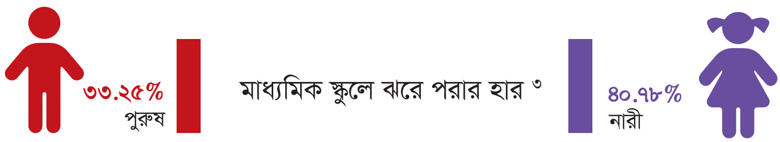

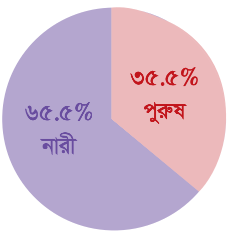

১৫-২৯ বছর বয়সী যারা শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণে নেই তাদের মধ্যে ৬৫.৫% নারী, ৩৫.৫% পুরুষ। [১২]

১৫-২৯ বছর বয়সী যুব নারীদের ২৭.১% শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণে নেই। যেখানে ১৬.২% যুবক শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণে নেই। [১২]

শ্রম এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

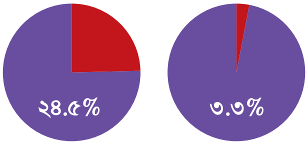

নারীকে পুরুষের তুলনায় অবৈতনিক গৃহস্থালি কাজে ও যত্নে ৭ গুণ বেশি সময় ব্যয় করতে হয়। ফলে সে অর্থনৈতিক কাজে সম্পৃক্ত হতে পারেনা।[১৬]

নারীর গড় আয়
১১,০৯৩ টাকা

পরুষের গড় আয়
১৪,১৮০ টাকা

একজন নারীর গড় মাসিক আয় ১১,০৯৩ টাকা
একজন পরুষের গড় মাসিক আয় ১৪,১৮০ টাকা [১২]

কর্মজীবী নারীদের ৯৬.৬%, অনানুষ্ঠানিক কর্মস্থলে কর্মরত, কর্মজীবী পুরুষের ৭৮.৪% অনানুষ্ঠানিক কর্মস্থলে কর্মরত।[১২]

ব্যবস্থাপক পদে নিযুক্ত প্রতি ১০০০ জন ব্যক্তির মধ্যে মাত্র ৭৩ জন নারী (৭.৩%), যেখানে ৯২.৭% পুরষ।[১২]

তফসিলি ব্যাংকগুলিতে
নারী কর্মচারীর হার ১৬.২৯%
পুরুষ কর্মচারীর হার ৮৩.৭১%। [৬]

সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে
২৮.৩৪% নারী এবং
৭১.৬৬% পুরুষ। [৯]

৩.৫৯% বেকার নারী | ৩.৫% বেকার পুরুষ

বাংলাদেশে নারী শ্রমশক্তির ৩.৫৯% বেকার, যেখানে ৩.৫% পুরুষ বেকার।[১২]

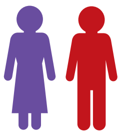

সমান শ্রমের বিনিময়ে একজন পুরুষের দ্বারা অর্জিত প্রতি ১০০ টাকার বিপরীতে একজন নারী মাত্র ৭৮.২ টাকা উপার্জন করে।
জেন্ডার-ভিত্তিক বেতনের ব্যবধান ২১.৮%।[১০]

সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ

দ্বাদশ জাতীয় সংসদে ৩৫০ আসনে ২৮০ জন পুরুষের বিপরীতে ৭০ জন (২০%) নারী সাংসদ ছিলেন। [৫]

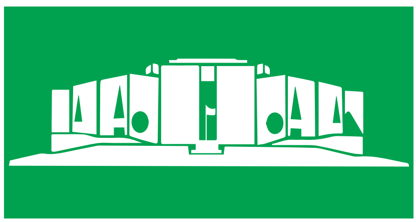

স্থানীয় সরকারে ৭৭% পুরুষ প্রতিনিধির বিপরীতে মাত্র ২৩% প্রতিনিধি নারী। [২২]

প্রতিটি রাজনৈতিক দলে ৩৩% নারী প্রতিনিধিত্ব থাকার বিধান থাকলেও প্রকৃতপক্ষে সকল দলে নারীর অংশগ্রহণ অনেক কম।[১]

১৫ বছর বা তদুর্ধবয়সী ৫৬.৪৩% নারী নিজের ব্যবহারের জন্য মোবাইল ফোন রয়েছে, যেখানে ৮৪.১৬% পুরুষের মোবাইল ফোন রয়েছে। [১৫]

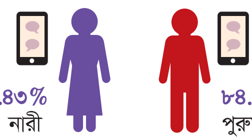

৩ নারী ও কন্যার অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়ন : সুপারিশ

৩। নারী ও কন্যার অধিকার, ক্ষমতায়ন ও সমতা : সুপারিশ

এই বুকলেটে উপস্থাপিত সূচকগুলি নারী অধিকার, সমতা এবং ক্ষমতায়নের পরিপূরক চিত্র তুলে ধরেছে যেখানে অনেক ক্ষেত্রে নারীরা পিছিয়ে আছে। প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য সে সকল ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। অংশীজনদের বিবেচনার জন্য কিছু সুপারিশ :

- জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা, কর্ম পরিকল্পনা এবং সময়সীমা নির্ধারণ।
- নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমান মূল্যের কাজের জন্য সমান বেতন নির্ধারণে ফেয়ার ওয়ার্ক কমিশন গঠন।
- নারীর অধিকার, ক্ষমতায়ন ও সমতার অগ্রগতি নিরীক্ষণ করতে জেন্ডার-ভিত্তিক পরিসংখ্যান তৈরি এবং ব্যবহার বৃদ্ধি।
- কন্যা শিশুদের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় ঝড়ে পড়ার কারণ বিশ্লেষণ এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।
- নারী ও কন্যার ক্ষমতায়নের জন্য বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল, গণিত এবং ডিজিটাল শিক্ষায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।
- ভবিষ্যতে বাংলাদেশে তৈরি বিভিন্ন সুযোগ থেকে উপকৃত হতে নির্মাণ ও উন্নত উৎপাদন শিল্প এবং প্রযুক্তি ও ডিজিটাল খাতে নারীদের জন্য ক্যারিয়ার প্রোগ্রাম তৈরি।
- প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে, বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নারীদের জন্য পরিশীলিত কাজের উপর গুরুত্ব দেওয়া।
- শক্তিশালী পরিকল্পনা ও পলিসির মাধ্যমে অবৈতনিক যত্ন ও গৃহস্থালি কাজের গুণগত ও পরিমাণগত মূল্যায়ন, স্বীকৃতি ও পুনর্বণ্টন।
- কর্ম-জীবনের ভারসাম্য ও শিশু যত্নের প্রয়োজনে ০-৬ বছর বয়সী শিশুসহ পরিবারগুলিকে সহায়তা করে এমন নীতি এবং গুণগত মানের শিশু যত্ন সেবাগুলিতে বিনিয়োগ প্রসারিত করা।
- প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও কর্মে নিয়োজিত নয় এমন নারীদের দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার যথাযথ মূল্যায়ন করে শিশু যত্ন এবং হোম কেয়ারে দীর্ঘস্থায়ী নিয়োগের ব্যবস্থা করা।
- নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা মোকাবেলা ও প্রতিরোধে বৈষম্যমূলক আইন ও প্রতিরোধ পদ্ধতির দ্রুত পর্যালোচনা ও ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ।

তথ্যসূত্র

১. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ২০২৫
২. জাতীয় হেল্পলাইন সেন্টার ১০৯, এসএসপি-ভিএডবিউসি প্রকল্পের রিপোর্ট ২০২৫
৩. জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন, ২০২৪-২০২৫, অর্থ বিভাগ
৪. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০২৪
৫. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ২০২৪
৬. বেইজিং+৩০ ন্যাশনাল রিপোর্ট, ২০২৪
৭. নারীর প্রতি সহিংসতা জরিপ, ২০২৪
৮. ব্যানবেইস, বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান, ২০২৩
৯. সরকারি কর্মচারীদের পরিসংখ্যান, ২০২৩
১০. বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স (এসভিআরএস), ২০২৩
১১. ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন, ২০২৩
১২. শ্রমশক্তি জরিপ, ২০২২
১৩. খানার আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০২২
১৪. বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে, ২০২২
১৫. বাংলাদেশ জনশুমারী ও গৃহগণনা, ২০২২-প্রাথমিক রিপোর্ট
১৬. টাইম ইউজ সার্ভে, ২০২১
১৭. সার্ভে অন চিলড্রেন'স এডুকেশন ইন বাংলাদেশ, ২০২১
১৮. ন্যাশনাল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সার্ভে, বাংলাদেশ, ২০১৯-২০২০
১৯. মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে (এমআইসিএস), ২০১৯
২০. বিশ্বব্যাংক গ্রুপ, ভয়েসেস টু চয়েসেস, ২০১৯
২১. বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে, ২০১৭-১৮
২২. ইউএন উইমেন গভর্নমেন্ট কান্ট্রি প্রোফাইল
২৩. ব্রতী সমাজ কল্যাণ সংস্থা, ২০১৬, আইন জানি সহজে (২য় খন্ড)
২৪. ব্রতী সমাজ কল্যাণ সংস্থা, ২০১৫, আইন জানি সহজে।

আলোর পথযাত্রী

বৈচিত্র্যময় ভূমিকায় নারীর দৃপ্ত পদচারণা

ঐতিহাসিকভাবে পুরুষশাসিত বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র যেমন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ব্যাংকিং ও ফাইনান্স, এডমিনিস্ট্রেশন ও ম্যানেজমেন্ট, রাষ্ট্রীয় ও সামরিক বাহিনী, স্থাপত্য, প্রকৌশল, চিকিৎসা, কৃষি, শিক্ষা, অর্থনীতি, আইন, সাংবাদিকতা, গবেষণা ইত্যাদি পেশায় নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রথা ভেঙ্গে বর্তমানে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং পেশায় নারীদের সরব উপস্থিতির উল্লেখযোগ্য কিছু চিত্র :

২০২৫ সালে একুশে পদক প্রাপ্ত
বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল

টি-টোয়েন্টি এশিয়াকাপ ২০১৮ জয়ী
বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দল

নারী ফায়ারফাইটারদের ১ম ব্যাচ

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নারী

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে নারী

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনে নারী পাইলট

প্রথম এভারেস্ট জয়ী বাংলাদেশি নারী
নিশাত মজুমদার

রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে অংশ নেয়া কয়েকজন নারী

প্রথম নারী ট্রেনচালক সালমা খাতুন

প্রথম নারী মেট্রোরেল চালক মরিয়ম আফিজা

বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম মা আজমেরী হক বাঁধন
যিনি সন্তানের পূর্ণ অভিভাবকত্ব পেয়েছেন।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও নিরাপত্তার দাবিতে নারীদের সংঘবদ্ধ আন্দোলন

ছবি: অরুণিমা তাহসিন

নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নসহ পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতাকাঠামোর নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে রাজপথে বিভিন্ন বয়সের নারীরা

ছবি: সায়মা লুবনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে নারী নিপীড়ন, ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে নারী সমাবেশ

রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে বাংলাদেশের নারীদের সক্রিয় ভূমিকার কিছু অনন্য দৃষ্টান্ত

ভাষা আন্দোলন, ১৯৫২

১৯৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন

১৯৬৬ এর ছয় দফা আন্দোলন

১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে নারীরা

নব্বইয়ের দশকে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে নারীরা

ছবিঃ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ওয়েবসাইট ও ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত

ছবিঃ দ্য ডেইলি স্টার

২০১৮ সালে সরকারি চাকরিতে ৫৬ শতাংশ কোটা সংস্কার আন্দোলনে নারী শিক্ষার্থীরা।

ছবিঃ দ্য ডেইলি স্টার

২০১৮ সালে নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে নারী শিক্ষার্থীরা।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থান, ২০২৪

ছবিঃ দ্যা ডেইলি স্টার

ছবিঃ সায়মা লুবনা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নারী ও কন্যার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদান।

অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন
নারী ও কন্যার উন্নয়ন